BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040028

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

জাতীয় শিক্ষানীতি: 2020 এর আলোকে শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা (ECCE) এবং প্রাথমিক শিক্ষার সংযুক্তি

সন্দীপ দত্ত

Purba Bardhaman, Email: sandipdutta061@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ একটি উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখে। যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের দরবারে অনন্য নজির স্থাপন করতে পারবে। এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলিকে মৌলিক স্তম্ভ বলা হয়েছে সেগুলি হলো- ক্ষমতা,সহজলভ্যতা,গুনমান, দায়িত্বপূর্ণতা এবং গ্রহণযোগ্যতা। শিক্ষা এই স্তম্ভ গুলিকে মেনে সর্বসাধারণের কাছে, পৌঁছাক সেই লক্ষ্যমাত্রা সুস্পষ্ট। এই শিক্ষা নীতিতে শিশু শিক্ষা সহ সকল শিক্ষা কেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জোর দেয়া হয়েছে প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার উপর। শিক্ষা খাতে ব্যায় বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে মোট GDP -র 6%, শিক্ষার নতুন পরিকাঠামো হবে 5+3+3+4=15 years। শিশুর শিক্ষা শুরু হবে 3 বছর বয়সে। প্রথম 3 বছর থেকে 8 বছর পর্যন্ত শিশুর শিক্ষার ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন এই স্তরে অঙ্গনওয়াড়ি ও প্রাথমিক শিক্ষা এক ছাদের তলায় আসবে এবং নতুন আঙ্গিকে শিশু শিক্ষা হবে। ECCE অর্থাৎ Early Child Care Education— এই সময় শিশুর শিক্ষা হবে Activity Based, Playful and Joyful। শিশুর স্বাধীন চিন্তার পরিসর থাকবে। শিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন বা Holistic Development- এর কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত প্রশিক্ষক দিয়ে তাকে শেখাতে হবে।

মূল শব্দ: *জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা, ECCE, R.T.E, কোঠারি কমিশন, স্কুল শিক্ষা।*

সূচনা:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বা National Education Policy (NEP) শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক রূপান্তরের কল্পনা করে এবং ভারতবর্ষের শিক্ষাকে বিশ্বের দরবারে উচ্চতার শিখরে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার বদ্ধ। জাতীয় শিক্ষানীতি ভারতীয় উন্নত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সাথী করে নৈতিক গুণমানের উপর ভিত্তি করে আধুনিক প্রযুক্তিগত কাঠামোতে শিক্ষাকে সাজিয়ে এক উন্নত শিক্ষা বৈচিত্র্য আনার স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে ভারতবর্ষের শিক্ষা জগতে নতুন দিগন্তের আলো ফুটে উঠবে এ নিশ্চিত। এই শিক্ষানীতি ২০২০ শৈশব কালীন শিক্ষা থেকে সকল বয়সের শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে একটি নতুন শিক্ষা কাঠামোর উপর জোর দিয়েছে। সেটি হলো: 5+3+3+4 এবং শৈশব কালীন শিক্ষা ও যত্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সাথে সাথে শৈশব কালীন শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদি স্তর কে সংযুক্ত করে শিশুর জন্য শিক্ষার উন্নতমানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে প্রয়াসী।

জাতীয় শিক্ষানীতি: ২০২০ এবং তার প্রেক্ষাপট:

স্বাধীন ভারতে প্রথম কোঠারি কমিশনের হাত ধোরে ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি আসে। এর পর ১৯৭৯ এবং ১৯৮৬ ও পরিবর্তিত সংস্করন ১৯৯২ তে আসে, পরবর্তী পদক্ষেপ ২০০৫ সালের National Curriculam Framework (NCF-২০০৫) এবং ২০০৯ সালে Right to Education (R.T.E-২০০৯) পরবর্তীতে ২০১৬ সালের জুন মাসের নতুন শিক্ষানীতির বিকাশের জন্য কমিটি তাদের প্রতিবেদন পেশ করেন যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রয়াত ডঃ টি. এস. আর সুব্রমনিয়াম প্রাক্তন কেবিনেট সেক্রেটারি।

জুন ২০১৭ তে ISRO এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান কৃষ্ণস্বামী কস্তুরী রঙ্গনের সভাপতিত্ব জাতীয় শিক্ষানীতি খসরা তৈরীর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল,যা ৩১ সে মে ২০১৯ এ মাননীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ এর খসড়া পেশ করে।

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভ্রেকর ২৯ শে জুলাই ২০২০ বুধবার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রকাশ করেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি মৌলিক স্তম্ভ:

এই শিক্ষানীতিতে মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে যে বিষয়গুলি উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেগুলি হলো—

১) সহজলভ্যতা (Access)

২) গুণমান (Quality)

৩) সমতা (Equality)

৪) গ্রহণ যোগ্যতা (Affordability)

৫) দায়িত্ব পূর্ণতা (Accountability)

মূলনীতি সমূহ:

জাতীয় শিক্ষানীতির মূলনীতিগুলো পর্যালোচনা করলে যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলি হল:

১) এখানে প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব ক্ষমতা বা unique capabilities এর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২) বুনিয়াদি শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যা জ্ঞান আবশ্যিক।, যাকে বলা হচ্ছে FLN: Fundamental literacy and Numeracy.

৩) শিখন পদ্ধতির ক্ষেত্রে নমনীয়তা সবক্ষেত্রে থাকবে।

৪) ধারণাগত শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা বহু শৃঙ্খলা, সামগ্রীক শিক্ষা (Holistic Education), শিখনের প্রস্তুতকালীন মূল্যায়ন (Formulative Assesment of learning) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৫) বহু ভাষিকতা (Multi lingualism) এবং ভাষার দক্ষতা,প্রযুক্তি শিখনের উপর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে।

৬) শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো কঠোর বিচ্ছেদ নেই, পাঠক্রমের সঙ্গে স্থানীয় বিষয়কে অঙ্গীভূত করার চেষ্টা রয়েছে।

৭) ECCE (Early Childhood Care and Education) স্কুল শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত স্তরে পাঠক্রমে মধ্যে সমন্বয়।

৮) শিক্ষক ও শিক্ষক কর্মীদের ক্রমাগত ও নিরন্তর পেশাগত বিকাশ ঘটানো।

৯) শিক্ষাকে জনসেবা হিসেবে চিহ্নিত করন এবং পাবলিক শিক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী বিনিয়োগ এর সুপারিশ রয়েছে।

প্রসঙ্গত দেশের মোট GDP এর ৬% শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হয়েছে।

স্কুল শিক্ষা ও তার রূপান্তর:

৩-১৮ বছর পর্যন্ত বয়সী সকল শিশুদের জন্য ১০+২ পদ্ধতির পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদান এবং পাঠক্রমে পুনর্বিন্যাস ও প্রয়োগ করা হবে। নতুন শিক্ষা কাঠামোর এক ঝলক—

৩-৬ বছর - অঙ্গন ওয়াড়ি

৬-৮ বছর (প্রথম+ দ্বিতীয়) শ্রেনী

৮-১১ বছর (তৃতীয় + চতুর্থ + পঞ্চম) প্রিপারেটরি

১১-১৪ বছর (ষষ্ঠ+ সপ্তম+ অষ্টম)

১৪-১৮ বছর (নবম+ দশম+ একাদশ+ দ্বাদশ) উচ্চ শিক্ষা

পরিকাঠামো ৫+৩+৩+৪

নতুন শিক্ষানীতি ও শিশুশিক্ষা:

আগের শিক্ষানীতি অনুযায়ী অর্থাৎ ১০+২ সিস্টেম (৩-৬) বছর বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে না। কিন্তু বর্তমান NEP - ২০২০ তে ৩ বছর বয়স থেকেই শিশুদের শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।

ECCE (Early Childhood Care and Education) কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিশুর শৈশবকালীন শিক্ষা শিক্ষা ও যত্ন

কবির ভাষায়— "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে"

ছোট্ট শিশুর সম্ভাবনাময় অস্তিত্বের মধ্যে আগামীর বিশাল মহীরুহ বেঁচে থাকে প্রয়োজন সঠিক জল, হাওয়া পরিচর্যা ও পরিবেশ। সাধারণ শিশু ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিশুর unique capabilities এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। যেহেতু শিশুর মস্তিষ্কের ৮৫% ই ঘটে যায় ছয় বছর বয়সের মধ্যেই, তাই শৈশবের প্রথম ৬ বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ECCE (Early Childhood Care and Education) শিশুর শৈশবকালীন শিক্ষা ও যত্নের প্রতি এই শিক্ষা নীতি ২০২০ বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। শিশুর দৈহিক মানসিক ও মোটর স্কিল এর বিকাশ যেন যথাযথ হয় সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ECCE- র পরিকাঠামো

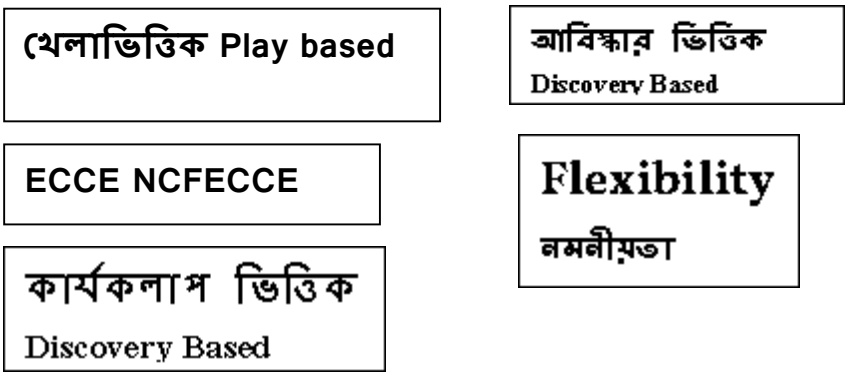

নতুন শিক্ষানীতি: ২০২০ তে "A national curriculum and pedagogical frame work for ECCE(NCFECCE) তৈরি হয়েছে। এই frame work এর sub frame—

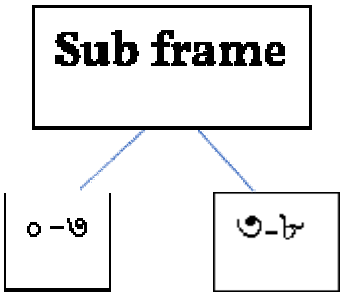

অর্থাৎ এই জায়গায় শিশু শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে একীভূত করার কথা বলা হয়েছে।

এই স্তরের শিক্ষা পদ্ধতি:

খেলা ছলে শিক্ষা:

এই শৈশব শিক্ষার ও যত্নের স্তরে শিশু তার নিকটবর্তী বিদ্যালয় বা শিক্ষা কেন্দ্রে এসে শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিখবে। এই স্তরে শিক্ষা হবে খেলা ভিত্তিক যাতে শিশু তার শিক্ষাঙ্গনকে বাড়ির পরিবেশের সাথে মেলাতে পারবে। রুশোর মতে, "শিক্ষা হবে শিশু কেন্দ্রিক ও প্রকৃতি কেন্দ্রিক"। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুর স্বাধীনতা প্রয়োজন।

হাতে-কলমে শেখা:

শিখন হবে কার্যকলাপ ভিত্তিক যাতে করে শিশু হাতে-কলমে শেখে। পিঁয়াজে তত্ত্ব অনুযায়ী এটি প্রাক সক্রিয়তা স্তর। এই স্তরে হাতে-কলমে শিশু অনেক কিছু শেখে। রুশো মতে, "কাজের মাধ্যমে ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু শেখে"।

মূল্যবোধের শিক্ষা:

ECCE এবং প্রাথমিক শিক্ষা দুটি স্তরেই মূল্যবোধের শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ভারত বর্ষ সভ্যতা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের আদর্শ দৃষ্টান্ত।তাই ভারতীয় শিশুরা শিশু কাল থেকেই নৈতিকতা,মূল্যবোধ এবং আদর্শের শিক্ষায় বড় হবে।

এক্ষেত্রে শিশুর প্রশিক্ষক /অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং প্রাথমিক শিক্ষক /শিক্ষিকারা তাদের বিভিন্ন নীতি গল্প আদর্শ মানুষের জীবনী শোনানোর মাধ্যমে মূল্যবোধ গড়ে তুলবেন।

সামাজিক নির্মিতিবাদে বিশ্বাসী ভাই ভাইগটস্কির মতে, শিক্ষার্থী তার সমবয়সী প্রাপ্তবয়স্ক প্রজ্ঞা ব্যাক্তি এবং অবশ্যই তার শিক্ষকের নিকট থেকে যে ধারণা ও ভাব গুলি শেখে সেগুলি সে আত্মীকরণ করে।অর্থাৎ পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়।

শিশুর সামাজিকীকরণ:

বাড়ির পরিবেশের পর বিদ্যালয় হল শিশুর কাছে বৃহত্তর সমাজ। এই বিদ্যালয় সমাজে বন্ধুবান্ধব শিক্ষক শিক্ষিকারা সঙ্গে সামাজিক মেলবন্ধনে শিশুর সামাজিকীকরণ চলতে থাকে। এই সময় শিশুকে সঠিক পথে পালিত করার দায়িত্ব শিক্ষকদের।কারণ সঠিক আচরণ ও শিক্ষা জীবন গঠনের বিশাল ভূমিকা পালন করবে।

কার্যকলাপ ভিত্তিক শিখন:

শিক্ষাবিদ রুশো হাতে-কলমে শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন। পিঁয়াজেও প্রাক সক্রিয়তা স্তরে Activity based Learning কে গুরুত্ব দিয়েছেন।রুশোর মতে, শিক্ষা কাজের মাধ্যমে ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। তিনি শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং বাস্তব জগৎ থেকে শিখতে উৎসাহিত করে।

ECCE ও শিশু শিক্ষণ:

ECCE আদর্শগতভাবে নমনীয়,অনুসন্ধান ভিত্তিক শিক্ষা যার মধ্যে রয়েছে বর্ণমালা,ভাষা,সংখ্যা, গণনা, রং,আকার, বাইরে ও ঘরের মধ্যে খেলাধুলা, ধাঁধা, যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ভাবনার সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও চিত্রকর্ম ভিজুয়াল আর্ট কারু শিল্প নাটক পুতুল নাচ সংগীতে প্রভৃতিতে যোগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিশুর সামাজিক সক্ষমতা সংবেদনশীলতা ভালো আচরণ সৌজন্যতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দলগত কাজ এবং সহযোগিতা বিকাশ পাবে।

ECCE ও শিশুর অঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশ অর্থাৎ মোটর ডেভেলপমেন্ট জ্ঞানীয় বিকাশ,নৈতিক বিকাশ সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং যোগাযোগ ও প্রাথমিক ভাষা সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণার বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ফল পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে।

ECC এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ইসিসিই অর্থাৎ আর্লি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন এর মূল উদ্দেশ্য হলো দেশজুড়ে পর্যায়ক্রমে উচ্চমানের ইসিসিই এবং তার সর্বজনীন সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। বিশেষত অর্থ সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জেলা ও স্থানগুলিকে বিশেষ মনোযোগ ও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

নিম্নলিখিত পারম্ভিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বিত একটি প্রসারিত ও শক্তিশালী ব্যবস্থার মাধ্যমে ECCE প্রদান করা হবে।

শৈশবকালীন শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে সংহতিকরণ:

শৈশবকালীন শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে সঙ্ঘবদ্ধ করার ভাবনা এই শিক্ষা নীতিতে প্রকাশ করা হয় সেই কথা মাথায় রেখে যে সে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলি হল—

ক. শুধুমাত্র অঙ্গনওয়াড়ি

খ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে অবস্থিত অঙ্গনওয়াড়ি

গ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে অবস্থিত প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেখানে অন্তত ৫ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষাদান করতে পারবে।

ঘ. শুধুমাত্র প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় এইসব বিদ্যালয়গুলিতে ই সি সি ই পাঠক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

ই সি সি ই কে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য উচ্চমানের পরিকাঠামো খেলার সরঞ্জাম,ভালোভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মী দ্বারা শক্তিশালী করে তোলা হবে। পরিবেশ হবে শিশু বান্ধব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলির সুনির্দিষ্ট ভবন থাকবে। শিশুরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ নেবে। এই ভ্রমণের সময়ে বিভিন্ন কার্যকলাপের সাথেও যুক্ত হবে। শিশুরা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করবে। এতে দুই শিক্ষার্থীর মেলবন্ধন জোরালো হবে এভাবে অঙ্গনারী কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর সহজ হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বিদ্যালয় পরিষর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে জড়িত থাকবে এবং অঙ্গনওয়াড়ির কেন্দ্রের শিশুদের পিতা-মাতা ও শিক্ষক রা যেমণ বিদ্যালয় পরিসরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত থাকবে তেমনি বিদ্যালয়ের সবাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি: ২০২০ তে ই সি সি ই ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিকল্পনা করা হয়েছে যে প্রতিটি শিশু পাঁচ বছর বয়সের আগে প্রিপারটারি ক্লাস বা বাল বাটিকা অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর পড়বে তে যাবে এখানে একজন ই সি সি ই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবে।

মিড ডে মিল কর্মসূচি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রিপারেটরি ক্লাসেও প্রসারিত হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রিপারেটরি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষণ ও তাদের প্রশিক্ষণ:

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতে নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য এনসিইআরটি দ্বারা প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

যাদের যোগ্যতা টেন প্লাস টু বা তার চেয়ে বেশি যোগ্যতা সম্পন্নদের একটি ছমাসের সার্টিফিকেট কোর্স করানো হবে।

যাদের যোগ্যতা তার থেকে কম তাদের এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করানো হবে।

প্রশিক্ষণ গুলিতে প্রারম্ভিক স্বাক্ষরতা সংখ্যার ধারণা এবং ই সি সি এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি স্কুল শিক্ষা বিভাগের ক্লাসটার রিসোর্স সেন্টার দ্বারা পরিচালিত হবে এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের জন্য মাসে অন্তত একটি কন্টাক্ট ক্লাস রাখা হবে।

আদিবাসী অঞ্চলে ই সি সি ই :

ইসিসিই পর্যায়ক্রমে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আশ্রয়মালা এবং বিকল্প বিদ্যালয়ের সকল ফরম্যাটে চালু করা হবে। আশ্রম মালা ও বিকল্প বিদ্যালয় গুলিতে ইসিসিই একীকরণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আগের অনুযায়ী হবে।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার সুসংহত করণে নিযুক্ত মন্ত্রক সমূহ :

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে এবং যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করতে হবে।এ বিষয়ে এমএইচআরডি (Ministry of Human Resource and Development) এর উপর ECCE এর পাঠ্যক্রম এবং পঠন পাঠনের দায়িত্ব থাকবে।

প্রারম্ভিক শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে পরিচালনা করবে।

শৈশব কালীন যত্ন এবং শিক্ষা এবং বিদ্যালয় শিক্ষার সুসংহত করণের ধারাবাহিক দিক নির্দেশনার জন্য একটি বিশেষ যৌথ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে।

জাতীয় শিক্ষা নীতির বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা:

যেকোনো নতুন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেই কিছু সুবিধা বা অসুবিধা থেকে থাকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর ব্যতিক্রম নয়

সুবিধা:

জাতীয় শিক্ষা নীতিতে শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র পড়াশোনা নয় তাকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সামগ্রিক উন্নয়ন আবশ্যিক।

এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে এবং পাঠক্রমের বোঝা কমায়।

এই শিক্ষানীতি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনে জোর দেয়। যাতে করে সমাজের সব ধরনের শিশুই শিক্ষার আলো পায়।

অসুবিধা:

শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ভালো হলেও শিক্ষা নীতি প্রয়োগের সুস্পষ্ট রূপরেখা এখনো প্রস্তুত নয়।

শিক্ষা কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকাভুক্ত হওয়ায় সব রাজ্যে এর সঠিক প্রয়োগে কতটা ফলপ্রসু হবে সেটি ভাবনার বিষয়।

এই শিক্ষানীতিতে কেন্দ্রের বিশেষ ক্ষমতা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সেক্ষেত্রে রাজ্যগুলির স্বাধীনতা খর্ব হবে।

শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে:

শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে 3+ বছরের শিশুদের জন্য যে শিক্ষকরা নিযুক্ত আছেন তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুস্পষ্ট রূপরেখা ও পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন। শিশুদের সম্পূর্ণ বিকাশে প্রশিক্ষকদের সামগ্রিক উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন।

শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন যাতে করে শ্রেণিকক্ষ আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জাম উন্নত পরিকাঠামো, উন্নত শিশু বান্ধব পরিবেশ একান্ত আবশ্যিক।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় একই পরিসরে হলে শিশুর বিদ্যালয়ে পরিবেশ সম্বন্ধে ভয় কেটে যাবে। এতে তাদের শিক্ষা গ্রহণ সুন্দর হবে।

শিশু শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা:

শিশু শিক্ষায় শিশুই থাকবে কেন্দ্রে। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক অথবা শিক্ষক থাকবেন ফ্যাসিলিটার হিসাবে। শিশুর ভাবনার দক্ষতা বাড়াতে activity best লার্নিং এর উপর জোর দিতে হবে শিশু নিজেই খুঁজে বের করে শেখে শিক্ষক শুধু সাহায্য করে এবং সঠিক পথ দেখায়।

শিশুকে সাহায্য করতে হবে তার শিখনের দিকে পৌঁছে যেতে যাতে শিশুটি তার যে পিডি অর্থাৎ Zone Of Proximal Development এ পৌঁছে যেতে পারে, তাই যত হাতে-কলমে শিখবে।

শিক্ষার আলো পায় এই শিক্ষানীতিতে শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশে আগ্রহী, স্বাধীন চিন্তা ও অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ তাকে সমাজে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।তার শিখন ততই ভালো হবে।

পরিশেষে, বলতে গেলে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কার্যকর হলে নতুন শিক্ষার যে দিগন্ত উন্মোচিত হবে তাতে আগামী দিনে আমাদের ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে আরো এগিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র:

1. “National Education Policy 2020: A Critical Analysis”- লেখক: বিভিন্ন শিক্ষাবিদ
2. “National Education Policy 2020: An Overview”- প্রকাশিত: Journal of Educational Research
3. “Impact of NEP 2020 on Higher Education”- প্রকাশিত:International Journal of Educational Development
4. National Education Policy 2020- ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

Citation: দত্ত. স., (2025) “জাতীয় শিক্ষানীতি: 2020 এর আলোকে শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা (ECCE) এবং প্রাথমিক শিক্ষার সংযুক্তি”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.